নবীন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবীন

প্রথম পর্ব্ব

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিক প্রান্তে, বনে বনান্তে
শ্যাম প্রান্তরে আম্রছায়ে,
সরোবর তীরে নদী নীরে,
নীল আকাশে মলয় বাতাসে,
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী ;
নগরে গ্রামে কাননে
দিনে নিশীথে
পিক সঙ্গীতে নৃত্য গীত-কলনে
বিশ্ব আনন্দিত ;
ভবনে ভবনে
বীণা তান রণ-রণ ঝঙ্কৃত।
মধুমদমোদিত হৃদয়ে হৃদয়েরে
নব প্রাণ উচ্ছ্বসিল আজি,
বিচলিত চিত উচ্ছলি' উন্মাদনা
ঝন ঝন ঝনিল মঞ্জীরে মঞ্জীরে ॥

শুনেচো অলিমালা, ওরা বড়ো ধিক্কার দিচ্চে, ঐ ও-পাড়ার মল্লের

দল,উৎসবে তোমাদের চাপল্য ওদের ভালো লাগ্‌চে না। শৈবাল-পুঞ্জিত গুহাদ্বারে কালো কালো শিলাখণ্ডের মতো তমিস্রগহন গাম্ভীর্য্যে ওরা নিশ্চল হয়ে ভ্রূকুটি করচে,নির্ঝরিণী ওদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে প'ড়েচে এই আনন্দময় বিশ্বের আনন্দপ্রবাহ দিকে দিগন্তে বইয়ে দিতে, নাচে গানে কল্লোলে হিল্লোলে কলহাস্যে ;—চূর্ণ চূর্ণ সূর্য্যের আলো উদ্বেল তরঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিকীর্ণ ক'রে দিতে। এই আনন্দ-আবেগের অন্তরে অন্তরে যে-অক্ষয় শৌর্য্যের অনুপ্রেরণা আছে, সেটা ওদের শাস্ত্রবচনের বেড়ার বাইরে দিয়ে চ'লে-গেল। ভয় ক'রো না তোমরা ; যে-রসরাজের নিমন্ত্রণে তোমরা এসেচো, তাঁর প্রসন্নতা যেমন নেমেচে আমাদের নিকুঞ্জে অন্তঃস্মিত গন্ধরাজ মুকুলের প্রচ্ছন্ন গন্ধরেণুতে তেমনি নামুক্ তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠে, তোমাদের দেহলতার নিরুদ্ধ নটনোৎসাহে। সেই যিনি সুরের গুরু, তাঁর চরণে তোমাদের নৃত্যের অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দাও।

সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা
মোরা সুরের কাঙাল এই আমাদের ভিক্ষা।
মন্দাকিনীর ধারা,
ঊষার শুকতারা,
কনকচাঁপা কানে কানে যে-সুর পেলো শিক্ষা।
তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাবো যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।
কোলাহলের বেগে
ঘূর্ণি উঠে জেগে,
নিয়ো তুমি আমার বীণার সেইখানেই পরীক্ষা॥

তুমি সুন্দর যৌবন-ঘন
রসময় তব মূর্ত্তি,
দৈন্যভরণ বৈভব তব
অপচয় পরিপূর্ত্তি।
নৃত্য গীত কাব্য ছন্দ
কল গুঞ্জন বর্ণ গন্ধ,
মরণহীন চির নবীন
তব মহিমা স্ফূর্ত্তি॥

একটা ফরমাস এসেচে বসন্ত উৎসবে নতুন কিছু চাই—কিন্তু যাদের রস-বেদনা আছে তা'রা ব'ল্‌চে. আমরা নতুন চাইনে, আমরা চাই নবীনকে। তা'রা বলে মাধবী বছরে বছরে সাজ বদ্‌লায় না, অশোক পলাশ পুরাতন রঙেই বারে বারে রঙীন। এই চিরপুরাতন ধরণী সেই চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে ব'ল্‌চে "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।" সেই নবীনের উদ্দেশে তোমাদের গান সুরু ক'রে দাও।

আন্‌ গো তোরা কা'র কী আছে,
দেবার হাওয়া বইলো দিকে দিগন্তরে
এই সুসময় ফুরায় পাছে।
কুঞ্জবনের অঞ্জলি-যে ছাপিয়ে পড়ে
পলাশ কানন ধৈর্য্য হারায় রঙের ঝড়ে
বেণুর শাখা তালে মাতাল পাতার নাচে॥

প্রজাপতি রঙ ভাসালো নীলাম্বরে
মৌমাছিরা ধ্বনি উড়ায় বাতাস 'পরে
দখিন হাওয়া হেঁকে বেড়ায় জাগো জাগো,
দোয়েল কোয়েল গানের বিরাম জানে না গো,
রক্ত রঙের জাগ্‌লো প্রলাপ অশোক গাছে ॥

অশোকবনের রংমহলে আজ লাল রঙের তানে তানে পঞ্চম-রাগে সানাই বাজিয়ে দিলে, কুঞ্জবনের বীথিকায় আজ সৌরভের অবারিত দানসত্র। আমরাও তো শূন্যহাতে আসিনি। দানের জোয়ার যখন লাগে অতল জলে তখন ঘাটে ঘাটে দানের বোঝাই-তরী রসি খুলে দিয়ে ভেসে পড়ে। আমাদেব ভরা নৌকো দখিন হাওয়ায় পাল তুলে সাগর-মুখো হোলো, সেই কথাটা কণ্ঠ খুলে জানিয়ে দাও।

ফাগুন তোমার হাওয়ায় হাওয়ায়
ক'রেছি-যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ,
আমার বাঁধন-ছেঁড়া প্রাণ ॥
তোমার অশোকে কিংশুকে
অলক্ষ্য রং লাগ্‌লো আমার অকারণের সুখে,
তোমার ঝাউএর দোলে
মর্ম্মরিয়া ওঠে আমার দুঃখরাতের গান ॥
পূর্ণিমা সন্ধ্যায়
তোমার রজনী-গন্ধায়
রূপ সাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।

তোমার প্রজাপতির পাখা
আমার আকাশ-চাওয়া মুগ্ধচোখের রঙীন স্বপন মাখা ;
তোমার চাঁদের আলোয়
মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান ॥

ভ'রে দাও একেবারে ভ'রে দাও, কোথাও কিছু সঙ্কোচ না থাকে। পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া একই কথা। ঝরনার তা'র এক প্রান্তে পাওয়া রয়েছে অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর এক প্রান্তে দেওয়া রয়েছে অতলস্পর্শ সাগরের দিকে, এর মাঝখানে তো কোনো বিচ্ছেদ নেই, অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার আবর্ত্তন নিয়ে এই বিশ্ব।

গানের ডালি ভ'রে দে গো ঊষার কোলে—
আয় গো তোরা, আয় গো তোরা, আয় গো চ'লে।
চাঁপার কলি চাঁপার গাছে
সুরের আশায় চেয়ে আছে,
কান পেতেছে নতুন পাতা, গাইবি ব'লে।
কমল বরণ গগন মাঝে
কমল চরণ ঐ বিরাজে।
ঐখানে তোর সুর ভেসে যাক্,
নবীন প্রাণের ঐ দেশে যাক্,
ঐ যেখানে সোনার আলোর দুয়ার খোলে ॥

মধুরিমা দেখো, দেখো, চাঁদের তরণীতে আজ পূর্ণতা পরিপুঞ্জিত। কত দিন ধ'রে এক তিথি থেকে আরেক তিথিতে এগিয়ে এগিয়ে আসচে। নন্দনবন থেকে আলোর পারিজাত ভ'রে নিয়ে এলো—

কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা সেই ডালি কোলে নিয়ে ব'সে আছে ; ক্ষণে ক্ষণে রাজহংসের ডানার মতো তা'র শুভ্র মেঘের বসনপ্রান্ত আকাশে এলিয়ে পড়্চে। আজ ঘুমভাঙা রাতের বাঁশিতে বেহাগের তান লাগ্‌লো।

নিবিড় অমা-তিমির হ'তে
বাহির হ'লো জোয়ার স্রোতে
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী।
ভরিল ভরা অরূপ ফুলে,
সাজালো ডালা অমরা-কূলে
আলোর মালা চামেলি-বরণী।
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী ॥
তিথির পরে তিথির ঘাটে
আসিছে তরী দোলের নাটে,
নীরবে হাসে স্বপনে ধরণী।
উৎসবের পসরা নিয়ে
পূর্ণিমার কূলেতে কি এ
ভিড়িল শেষে তন্দ্রাহরণী
শুক্লরাতে চাঁদের তরণী ॥

দোল লেগেচে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে দোল। এক প্রান্তে বিরহ, আর প্রান্তে মিলন, স্পর্শ ক'রে ক'রে দুলচে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগচে—

জীবন থেকে মরণে, মরণ থেকে জীবনে, অন্তর থেকে বাহিরে আবার বাহির থেকে অন্তরে। এই দোলার তালে না মিলিয়ে চললেই রসভঙ্গ হয়। ও পাড়ার ওরা-যে দরজায় আগল এঁটে বসেই রইলো—হিসেবের খাতার উপর ঝুঁকে প'ড়েচে। একবার ওদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দোলের ডাক দাও।

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল,
লাগ্‌লো-যে দোল্।
স্থলে জলে বন-তলে
লাগ্‌লো-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্।
রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥
বেণুবন মর্ম্মরে দখিন বাতাসে,
প্রজাপতি দোলে ঘাসে ঘাসে—
মউমাছি ফিরে যাচি' ফুলের দখিণা,
পাখায় বাজায় তা'র ভিখারীর বীণা,
মাধবী-বিতানে বায়ু গন্ধে বিভোল।
খোল্ দ্বার খোল্॥

কিন্তু পূর্ণিমার চাঁদ-যে ধ্যানস্তিমিত লোচন পুরোহিতের মতো আকাশের বেদীতে ব'সে উৎসবের মন্ত্র জপ ক'রতে লাগলো।

ওকে দেখাচ্চে যেন জ্যোৎস্না সমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনপুঞ্জের মতো—কিন্তু সে ঢেউ-যে চিত্রাপিতবৎ স্তব্ধ। এদিকে আজ বিশ্বের বিচলিত চিত্ত দক্ষিণের হাওয়ায় ভেসে প'ড়েচে, চঞ্চলের দল মেতেচে বনের শাখায়, পাখীর ডানায়, আর ঐ কি একা অবিচলিত হয়ে থাকবে, নিবাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্? নিজে মাতবে না আর বিশ্বকে মাতাবে, সে কেমন হোলো? এর একটা যা-হয় জবাব দিয়ে দাও।

কে দেবে চাঁদ তোমায় দোলা?
আপন আলোর স্বপন মাঝে বিভোল ভোলা।
কেবল তোমার চোখের চাওয়ায়
দোলা দিলে হাওয়ায় হাওয়ায়,
বনে বনে দোল জাগালো
ঐ চাহনি তুফান-তোলা।
আজ মানসের সরোবরে
কোন্ মাধুরীর কমল কানন
দোলাও তুমি ঢেউয়ের 'পরে।
তোমার হাসির আভাস লেগে
বিশ্বদোলন দোলার বেগে
উঠলো জেগে আমার গানের
হিল্লোলিনী কলরোলা॥

আজ সব ভীরুদের ভয় ভাঙানো চাই। ঐ মাধবীর দ্বিধা-যে ঘোচে না। এদিকে আকাশে আকাশে প্রগল্‌ভতা অথচ ওরা

রইলো সসঙ্কোচে ছায়ার আড়ালে। ঐ অবগুণ্ঠিতাদের সাহস দাও। বেরিয়ে পড়বার হাওয়া বইলো যে, বকুলগুলো রাশি রাশি ঝরতে ঝরতে বল্‌চে, যা হয় তা হোক্ গে, আমের মুকুল নির্ভয়ে বলে উঠচে, দিয়ে ফেলবো একেবারে শেষ পর্য্যন্ত। যে-পথিক আপনাকে বিলিয়ে দেবার জন্যেই পথে বেরিয়েচে তা'র কাছে আত্মনিবেদনের থালি উপুড় ক'রে দিয়ে তবে তাকে আনতে পারবে নিজের আঙিনায়। কৃপণতা ক'রে সময় বইয়ে দিলে তো চলবে না।

হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি,
আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি'।
বাতাসে লুকায়ে থেকে
কে-যে তোরে গেছে ডেকে,
পাতায় পাতায় তোরে পত্র সে-যে গেছে লেখি'।
কখন্ দখিণ হ'তে কে দিল দুয়ার ঠেলি'
চমকি' উঠিল জাগি' চামেলি নয়ন মেলি'।
বকুল পেয়েছে ছাড়া,
করবী দিয়েছে সাড়া,
শিরীষ শিহরি' উঠে দূর হ'তে কারে দেখি'॥

দেখতে দেখতে ভরসা বেড়ে উঠ্‌চে, তাকে পাবো না তো কি? যখন দেখা দেয় না তখনো যে সাড়া দেয়। যে-পথে চলে সেখানে-যে তা'র চলার রঙ লাগে। যে-আড়ালে থাকে তা'র ফাঁক দিয়ে আসে তা'র মালার গন্ধ। দুয়ারে অন্ধকার যদি-বা চুপচাপ থাকে, আঙিনায় হাওয়াতে চলে কানাকানি। পড়তে

পারিনে সব অক্ষর কিন্তু চিঠিখানা মনের ঠিকানায় এসে পৌঁছয়।
লুকিয়েই ও ধরা দেবে এমনিতরো ওর ভাবখানা।

সে কি ভাবে গোপন র'বে
লুকিয়ে হৃদয়-কাড়া ?
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা
সে-যে সৃষ্টিছাড়া।
হিয়ায় হিয়ায় জাগ্‌লো বাণী,
পাতায় পাতায় কানাকানি,
"ঐ এলো যে", "ঐ এলো যে"
পরাণ দিল সাড়া॥
এই তো আমার আপ্‌নারি এই
ফুল-ফোটানোর মাঝে
তা'রে দেখি নয়ন ভ'রে
নানা রঙের সাজে।
এই-যে পাখীর গানে গানে
চরণ ধ্বনি ব'য়ে আনে,
বিশ্ববীণার তারে তারে
এই তো দিল নাড়া॥

এইবার বেড়া ভাঙলো, দুর্ব্বার বেগে। অন্ধকারের গুহায় অগোচরে জমে উঠেছিলো বন্যার উপক্রমণিকা, হঠাৎ ঝরনা ছুটে বেরোলো, পাথর গেল ভেঙে, বাধা গেল ভেসে। চরম যখন আসেন তখন এক পা এক পা পথ গুণে গুণে আসেন না।

একেবারে বজ্রে-শান-দেওয়া বিদ্যুতের মতো, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের বক্ষ এক আঘাতে বিদীর্ণ ক'রে আসেন।

হৃদয় আমার ঐ বুঝি তোর
ফাল্গুনী ঢেউ আসে,
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে॥
তোমার মোহন এলো সোহন বেশে
কুয়াসা-ভার গেল ভেসে,
এলো তোমার সাধন ধন
উদার আশ্বাসে॥
অরণ্যে তোর সুর ছিল না
বাতাস হিমে ভরা।
জীর্ণ পাতায় কীর্ণ কানন
পুষ্পবিহীন ধরা।
এবার জাগ্‌রে হতাশ আয়রে ছুটে
অবসাদের বাঁধন টুটে,
বুঝি এলো তোমার পথের সাথী
উতল উচ্ছ্বাসে॥

উৎসবের সোনার কাঠি তোমাকে ছুঁয়েচে, চোখ খুলেচে। এইবার সময় হোলো চারদিক দেখে নেবার। আজ দেখতে পাবে, ঐ শিশু হয়ে এসেচে চির নবীন, কিশলয়ে তা'র ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। তা'র দোসর হয়ে তা'র সঙ্গে যোগ দিল ঐ

সূর্য্যের আলো, সে-ও সাজলো শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি ক'রচে। ঐ তা'র কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে, বায়ুহিল্লোলে
নব পল্লবদল।
ছড়ায়ে ছড়ায়ে ঝিকিমিকি আলো,
দিকে দিকে ওরা কী খেলা খেলালো,
মর্ম্মর তানে প্রাণে ওরা আনে
কৈশোর কোলাহল।
ওরা কান পেতে শোনে গগনে গগনে
নীরবের কানাকানি,
নীলিমার কোন্ বাণী
ওরা প্রাণঝরনার উচ্ছ্বল ধার,
ঝরিয়া ঝরিয়া বহে অনিবার,
চির-তাপসিনী ধরণীর ওরা
শ্যামশিখা হোমানল॥

আবার একবার চেয়ে দেখো—অবজ্ঞায় চোখ ঝাপসা হয়ে থাকে, আজ সেই কুয়াশা যদি কেটে যায় তবে যাকে তুচ্ছ ব'লে দিনে দিনে এড়িয়ে গেছো তাকে দেখে নাও তা'র আপন মহিমায়। ঐ দেখো ঐ বনফুল, মহাপথিকের পথের ধারে ও ফোটে, তাঁর পায়ের করুণ স্পর্শে সুন্দর হয়ে ওঠে ওর প্রণতি॥

সূর্য্যের আলো ওকে আপন ব'লে চেনে, দখিন হাওয়া ওকে শুধিয়ে যায় কেমন আছ॥ তোমাব গানে আজ ওকে গৌরব দিক্। এরা যেন কুরুরাজের সভায় শূদ্রার সন্তান বিদুরের মতো, আসন বটে নীচে, কিন্তু সম্মান স্বয়ং ভীষ্মের চেয়ে কম নয়।

আজ দখিন বাতাসে
নাম-না-জানা কোন্ বনফুল
ফুট্‌লো বনের ঘাসে।
ও মোর পথের সাথী পথে পথে
গোপনে যায় আসে॥
কৃষ্ণচূড়া চূড়ায় সাজে,
বকুল তোমার মালার মাঝে,
শিরীষ তোমার ভ'র্‌বে সাজি
ফুটেছে সেই আশে।
এ মোর পথের বাঁশির সুরে সুরে
লুকিয়ে কাঁদে হাসে॥
ওরে দেখো বা নাই দেখো, ওরে
যাও বা না যাও ভুলে।
ওরে নাই বা দিলে দোলা, ওকে
নাই বা নিলে তুলে।
সভায় তোমার ও কেহ নয়,
ওর সাথে নেই ঘরের প্রণয়,

যাওয়া-আসার আভাস নিয়ে
র'য়েছে এক পাশে ॥
ওগো ওর সাথে মোর প্রাণের কথা
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ॥

কাব্যলোকের আদরিণী সহকারমঞ্জরীকে আর চিনিয়ে দিতে হবে না। সে আপনাকে তো লুকোতে জানে না। আকাশের হৃদয় সে অধিকার ক'রেচে, মৌমাছির দল বন্দনা ক'রে তা'র কাছ থেকে অজস্র দক্ষিণা নিয়ে যাচ্চে। সকলের আগেই উৎসবের সদাব্রত ও সুরু ক'রে দিয়েছিলো, সকলের শেষ পর্য্যন্ত ওর আমন্ত্রণ রইলো খোলা। কোকিল ওর গুণগান দিনে রাতে আর শেষ ক'রতে পারচে না—তোমরাও তান লাগাও।

ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী,
আজ হৃদয় তোমার উদাস হ'য়ে
প'ড়ছে কি ঝরি'?
আমার গান-যে তোমার গন্ধে মিশে
দিশে দিশে
ফিরে ফিরে ফেরে গুঞ্জরি' ॥
পূর্ণিমা চাঁদ তোমার শাখায় শাখায়
তোমার গন্ধ সাথে আপন আলো মাখায়,
ঐ দখিন বাতাস গন্ধে পাগল
ভাঙ্‌লো আগল
ঘিরে ঘিরে ফিরে সঞ্চরি' ॥

দীর্ঘ শূন্য পথটাকে এতদিন ঠেকেছিলো বড়ো কঠিন, বড়ো নিষ্ঠুর। আজ তাকে প্রণাম। পথিককে সে তো অবশেষে এনে পৌছিয়ে দিলে। তারি সঙ্গে এনে দিলে অসীম সাগরের বাণী। দুর্গম উঠ্‌লো সেই পথিকের মধ্যে গান গেয়ে। কিন্তু আনন্দ ক'র্‌তে ক'র্‌তেই চোখে জল আসে যে। ভুলবো কেমন ক'রে যে, যে-পথ কাছে নিয়ে আসে, সেই পথই দূরে নিয়ে যায়। পথিককে ঘরে আটক করে না। বাঁধন ছিড়ে নিজেও বেরিয়ে না প'ড্‌লে ওর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঠেকাবো কী ক'রে? আমার ঘর-যে ওর যাওয়া-আসার পথের মাঝখানে, দেখা দেয় যদি-বা, তা'র পরেই সে-দেখা আবার কেড়ে নিয়ে চলে যায়।

মোর পথিকেরে বুঝি এনেছো এবার
করুণ রঙীন পথ।
এসেছে এসেছে অঙ্গনে, মোর
দুয়ারে লেগেছে রথ।
সে-যে সাগর পারের বাণী
মোর পরাণে দিয়েছে আনি',
তা'র আঁখির তারায় যেন গান গায়
অরণ্য পর্ব্বত॥
দুঃখসুখের এপারে ওপারে
দোলায় আমার মন,
কেন অকারণ অশ্রু-সলিলে
ভ'রে যায় দু-নয়ন।

ওগো নিদারুণ পথ, জানি,
জানি পুন নিয়ে যাবে টানি'
তা'রে, চিরদিন মোর যে-দিল ভরিয়া
যাবে সে স্বপনবৎ ॥

তবু ওকে ক্ষণকালের বাঁধন পরিয়ে দিতে হবে। টুক্‌রো টুক্‌রো সুখের হার গাঁথ্‌বো—পরাবো ওকে মাধুর্য্যের মুক্তোগুলি। ফাগুনের ভরা সাজি থেকে যা কিছু ঝ'রে ঝ'রে প'ড়্‌চে কুড়িয়ে নেবো, বনের মর্ম্মর, বকুলের গন্ধ, পলাশের রক্তিমা—আমার বাণীর সূত্রে সব গেঁথে বেঁধে দেবো তা'র মণিবন্ধে। হয়তো আবার আর-বসন্তেও সেই আমার-দেওয়া ভূষণ প'রেই সে আস্‌বে। আমি থাক্‌বো না, কিন্তু কি জানি, আমার দানের ভূষণ হয়তো থাক্‌বে ওর দক্ষিণ হাতে।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে।
দিল তা'রে বনবীথি
কোকিলের কলগীতি
ভরি' দিল বকুলের গন্ধে ॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি'
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

দ্বিতীয় পর্ব্ব

বেদনা কী ভাষায় রে
মর্ম্মে মর্ম্মরি গুঞ্জরি বাজে।
সে বেদনা সমীরে সমীরে সঞ্চারে,
চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।
দিবানিশা আছি নিদ্রাহরা বিরহে,
তব নন্দনবন অঙ্গন দ্বারে, মনোমোহন বন্ধু,
আকুল প্রাণে
পারিজাত মালা সুগন্ধ হানে ॥

বিদায় দিনের প্রথম হাওয়াটা এবার উৎসবের মধ্যে নিঃশ্বসিত হ'য়ে উঠলো। এখনো কোকিল ডাক্‌চে, এখনো বকুলবনের সম্বল অজস্র, এখনো আম্রমঞ্জরীর নিমন্ত্রণে মৌমাছিদের আনাগোনা, কিন্তু তবু এই চঞ্চলতার অন্তরে অন্তরে একটা বেদনা শিউরিয়ে উঠ্‌লো। সভার বীণা বুঝি নীরব হবে, পথের একতারায় এবার সুর বাঁধা হ'চ্চে। দূর দিগন্তের নীলিমায় দেখা যায় অশ্রুর আভাস—অবসানের গোধূলি-ছায়া নাম্‌চে।

চ'লে যায় মরি হায় বসন্তের দিন।
দূর শাখে পিক ডাকে বিরামবিহীন।
অধীর সমীর ভরে
উচ্ছ্বসি' বকুল ঝরে,
গন্ধ সনে হ'লো মন সুদূরে বিলীন।

পুলকিত আম্রবীথি ফাল্গুনেরি তাপে,
মধুকর গুঞ্জরণে ছায়াতল কাঁপে।
কেন জানি অকারণে
সারাবেলা আনমনে
পরাণে বাজায় বীণা কে গো উদাসীন॥

হে সুন্দর, যে-কবি তোমার অভিনন্দন ক'র্‌তে এসেছিলো তা'র ছুটির দিন এলো। তা'র প্রণাম তুমি নাও। যে-গানগুলি এতদিন গ্রহণ ক'রেচো সেই তা'র আপন গানের বন্ধনেই সে বাঁধা রইলো তোমার দ্বারে—তোমার উৎসবলীলায় সে চিরদিন র'য়ে গেল তোমার সাথের সাথী। তোমাকে সে তা'র সুরের রাখী পরিয়েচে—তা'র চিরপরিচয় তোমার ফুলে ফুলে, তোমার পদ-পাত-কম্পিত শ্যামল শষ্পবীথিকায়।

বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক ;
যায় যদি সে যাক॥
রইল তাহার বাণী রইল ভরা সুরে,
রইবে না সে দূরে ;
হৃদয় তাহার কুঞ্জে তোমার
রইবে না নির্ব্বাক॥
ছন্দ তাহার রইবে বেঁচে
কিশলয়ের নবীন নাচে নেচে নেচে।

তা'রে তোমার বীণা যায় না যেন ভুলে,
তোমার ফুলে ফুলে
মধুকরের গুঞ্জরণে বেদনা তা'র থাক্ ॥

ওর ভয় হ'য়েছে সব কথা বলা হোলো না বুঝি, এদিকে বসন্তর পালা তো সাঙ্গ হ'য়ে এলো। ওর মল্লিকা বনে এখনি তো পাপড়িগুলি সব প'ড়্‌বে ঝ'রে—তখন বাণী পাবে কোথায় ? ত্বরা কর্‌ গো ত্বরা কর্‌। বাতাস তপ্ত হ'য়ে এলো, এই বেলা রিক্ত হবার আগে তোর শেষ অঞ্জলি পূর্ণ ক'রে দে, তা'র পরে আছে করুণ ধূলি, তা'র আঁচলে সব ঝরা ফুলের বিরাম।

যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধ'রেছে কলি
তোমার লাগিয়া তখনি, বন্ধু,
বেঁধেছিনু অঞ্জলি ॥
তখনো কুহেলিজালে
সখা তরুণী উষার ভালে
শিশিরে শিশিরে অরুণ মালিকা
উঠিতেছে ছলছলি ॥
এখনো বনের গান
বন্ধু হয়নি তো অবসান,
তবু এখনি যাবে কি চলি' ?

ও মোর করুণ বল্লিকা,
তোর শ্রান্ত মল্লিকা
ঝরো-ঝরো হ'লো এই বেলা তোর
শেষ কথা দিস্ বলি' ॥

সুন্দরের বীণার তারে কোমল গান্ধারে মীড় লেগেচে। আকাশের দীর্ঘ নিঃশ্বাস বনে বনে হায় হায় ক'রে উঠ্‌লো, পাতা প'ড়চে ঝ'রে ঝ'রে। বসন্তের ভূমিকায় ঐ পাতাগুলি একদিন শাখায় শাখায় আগমনীর গানে তাল দিয়েছিলো, তা'রাই আজ যাবার পথের ধূলিকে ঢেকে দিল, পায়ে পায়ে প্রণাম ক'র্‌তে লাগ্‌লো বিদায়-পথের পথিককে। নবীনকে সন্ন্যাসীর বেশ পরিয়ে দিলে, ব'ল্‌লে, তোমার উদয় সুন্দর, তোমার অস্তও সুন্দর হোক্।

ঝরা পাতাগো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়-মন্ত্র
আমার হিয়াতলে।
ঝরা পাতাগো, বসন্তী রং দিয়ে
শেষের বেশে সেজেছো তুমি কি এ!
খেলিলে হোলি ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের এই চরম ইতিহাসে।

তোমারি মতো আমারো উত্তরী
আগুন রঙে দিয়ো রঙীন করি',
অস্তরবি লাগাক্ পরশমণি
প্রাণের মম শেষের সম্বলে ॥

মন থাকে সুপ্ত, তখনো দ্বার থাকে খোলা, সেইখান দিয়ে কার আনাগোনা হয়; উত্তরীয়ের গন্ধ আসে ঘরের মধ্যে, ভুঁই-চাঁপা ফুলের ছিন্ন পাপড়িগুলি লুটিয়ে থাকে তা'র যাওয়ার পথে; তা'র বীণা থেকে বসন্ত-বাহারের রেশটুকু কুড়িয়ে নেয় মধুকর-গুঞ্জরিত দক্ষিণের হাওয়া; কিন্তু জান্‌তে পাইনে সে এসেছিলো। জেগে উঠে দেখি তা'র আকাশপারের মালা সে পরিয়ে গিয়েচে, কিন্তু এ-যে বিরহের মালা।

কখন্ দিলে পরায়ে
স্বপনে বরণ মালা, ব্যথার মালা।
প্রভাতে দেখি জেগে
অরুণ মেঘে
বিদায় বাঁশরী বাজে অশ্রু গালা ॥
গোপনে এসে গেলে
দেখি নাই আঁখি মেলে।
আঁধারে দুঃখ-ডোরে
বাঁধিল মোরে,
ভূষণ পরালে বিরহ-বেদন-ঢালা ॥

বনবন্ধুর যাবার সময় হোলো, কিন্তু হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্য্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীরকণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ ক'র্‌লো, বিষাদের ম্লানতা দূর ক'রে দিলে। অরণ্য-ভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বল্‌লে, "পুনর্দ্দর্শনায়।" তোমার আনন্দের সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন।
সৌরভ-ধনে তখন তুমি হে শাল
বসন্তে করো ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি' দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি
রিক্তবেলায় অঞ্চল যবে শূন্য।
বন-সভাতলে সবার ঊর্দ্ধে তুমি,
সব অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

দূরের ডাক এসেচে। পথিক, তোমাকে ফেরাবে কে? তোমার আসা আর তোমার যাওয়াকে আজ এক ক'রে দেখাও। যে-পথ তোমাকে নিয়ে আসে, সেই পথই তোমাকে নিয়ে যায়, আবার সেই পথই ফিরিয়ে আনে। হে চিরনবীন, এই বঙ্কিম পথেই চিরদিন তোমার রথযাত্রা; যখন পিছন ফিরে চ'লে যাও সেই

চ'লে যাওয়ার ভঙ্গীটি আবার এসে মেলে সাম্‌নের দিকে ফিরে আসায়—শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাইনে, হায় হায় করি।

এখন আমার সময় হোলো,
যাবার দুয়ার খোলো খোলো।
হোলো দেখা, হোলো মেলা,
আলো ছায়ায় হোলো খেলা,
স্বপন যে সে ভোলো ভোলো।

আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে।
ওগো, সুদূর, ওগো মধুর,
পথ ব'লে দাও পরাণবঁধুর,
সব আবরণ তোলো তোলো॥

বিদায় বেলার অঞ্জলি যা শূন্য ক'রে দেয় তা পূর্ণ হয় কোন্‌খানে সেই কথাটা শোনা যাক্।

এ বেলা ডাক প'ড়েছে কোনখানে
ফাগুনের ক্লান্তক্ষণের শেষ গানে!
সেখানে স্তব্ধবীণার তারে তারে
সুরের খেলা ডুব সাঁতারে,
সেখানে চোখ মেলে যার পাইনে দেখা
তাহারে মন জানে গো মন জানে॥

এ বেলা মন যেতে চায় কোন্‌খানে
নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধানে।
সেখানে মিলনদিনের ভোলা হাসি
লুকিয়ে বাজায় করুণ বাঁশি,
সেখানে যে-কথাটি হয় নি বলা
সে-কথা রয় কানে গো রয় কানে॥

আসন্ন বিরহের ভিতর দিয়ে শেষ বারের মতো দেওয়া-নেওয়া হ'য়ে যাক্। তুমি দিয়ে যাও তোমার বাহিরের দান, তোমার উত্তরীয়ের সুগন্ধ, তোমার বাঁশীর গান, আর নিয়ে যাও এই অন্তরের বেদনা আমার নীরবতার ডালি থেকে।

তুমি কিছু দিয়ে যাও
মোর প্রাণে গোপনে গো।
ফুলের গন্ধে, বাঁশির গানে,
মর্ম্মর-মুখরিত পবনে।
তুমি কিছু নিয়ে যাও
বেদনা হ'তে বেদনে।
যে মোর অশ্রু হাসিতে লীন
যে বাণী নীরব নয়নে॥

খেলা সুরুও খেলা, খেলা ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হোলো বাঁধন, খেলার শেষে হোলো বাঁধন খোলা। মরণে বাঁচনে

হাতে হাতে ধ'রে এই খেলার নাচন। এই খেলায় পূরোপূরি যোগ দাও—স্বরুর সঙ্গে শেষের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিয়ে জয়ধ্বনি ক'রে চ'লে যাও।

আজ খেলা-ভাঙার খেলা খেলবি আয়
সুখের বাসা ভেঙে ফেল্‌বি আয়!
মিলনমালার আজ বাঁধন তো টুট্‌বে,
ফাগুনদিনের আজ স্বপন তো ছুট্‌বে,
উধাও মনের পাখা মেল্‌বি আয়।
অস্তগিরির ঐ শিখর-চূড়ে
ঝড়ের মেঘের আজ ধ্বজা উড়ে।
কাল-বৈশাখীর হবে-যে নাচন,
সাথে নাচুক তোর মরণ বাঁচন
হাসি কাঁদন পায়ে ঠেলবি আয়॥

পথিক চ'লে গেল সুদূরের বাণীকে জাগিয়ে দিয়ে। এমনি ক'রে কাছের বন্ধনকে বারে বারে সে আল্‌গা ক'রে দেয়। একটা কোন্ অপরিচিত ঠিকানার উদ্দেশ বুকের ভিতর রেখে দিয়ে যায়—জানলায় ব'সে দেখ্‌তে পাই তার পথ মিলিয়ে গেছে বনরাজি-নীলা দিগন্ত-রেখার ওপারে। বিচ্ছেদের ডাক্ শুনতে পাই কোন্ নীলিম কুহেলিকার প্রান্ত থেকে—উদাস হ'য়ে যায় মন—কিন্তু সেই বিচ্ছেদের বাঁশিতে মিলনেরই সুর তো বাজে করুণ সাহানায়।—

বাজে করুণ সুরে, (হায় দূরে,)
তব চরণ-তল-চুম্বিত পন্থবীণা।
এ মম পান্থ-চিত চঞ্চল
জানি না কি উদ্দেশে॥
যূথী-গন্ধ অশান্ত সমীরে
ধায় উতলা উচ্ছ্বাসে,
তেমনি চিত্ত উদাসী রে
নিদারুণ বিচ্ছেদের নিশীথে॥

এই খেলা-ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্য্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না তারি জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চ'লে যেতে পার্‌লো, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে প'ড়্‌লো পথে, তারি জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেল্‌নার টুক্‌রো কুড়োতে গেল যে কৃপণ, তা'র খেলা পূরো হোলো না—খেলা তাকে মুক্তি দিল না, খেলা তাকে বেঁধে রাখলে। এবার তবে ধূলোর সঞ্চয় চুকিয়ে দিয়ে হাল্কা হ'য়ে বেরিয়ে পড়ো।

বসন্তে ফুল গাঁথলো আমার
জয়ের মালা।
বইলো প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা!

পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছেরে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আন্‌লো আমার
বরণ ডালা।

যৌবনেরি ঝড় উঠেছে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'র
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচ্‌লো পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌লো নেশা,
আরাম বলে, "এলো আমার
যাবার পালা!"

এবার প্রলয়ের মধ্যে পূর্ণ হোক্ লীলা, শমে এসে সব তান মিলুক্, শান্তি হোক্ মুক্তি হোক্।

ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।
আয়রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে।
তাণ্ডবে ঐ তপ্ত হাওয়ায় ঘূর্ণী লাগায়,
মত্ত ঈশান বাজায় বিষাণ শঙ্কা জাগায়,
ঝঙ্কারিয়া উঠ্‌লো আকাশ ঝঞ্ঝারবে।

আয়রে সবে
প্রলয় গানের মহোৎসবে ॥
ভাঙন-ধরার ছিন্ন-করার রুদ্র নাটে
যখন সকল ছন্দ-বিকল বন্ধ কাটে,
মুক্তিপাগল বৈরাগীদের চিত্ততলে
প্রেমসাধনার হোমহুতাশন জ্ব'ল্‌বে তবে।
ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,
সব আশাজাল যায়রে যখন উড়ে পুড়ে
আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে,
স্তব্ধ বাণী নীরব সুরে কথা ক'বে ॥
আয়রে সবে
প্রলয়গানের মহোৎসবে ॥

৩০শে ফাল্গুন,
১৩৩৭